আল্লাহর
প্রতি
ভালোবাসা

ইসলামে বাস্তবমুখী আধ্যাত্মিকতা

লাভ অব গড

প্র্যাক্টিকাল স্পিরিচুয়ালিটি ইন ইসলাম

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা

ইসলামে বাস্তবমুখী আধ্যাত্মিকতা

লাভ অব গড

প্র্যাক্টিকাল স্পিরিচুয়ালিটি ইন ইসলাম

ড. ইউসুফ এইচ রহমান

ভাষান্তর
মাহমুদ হোসেন

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা : ইসলামে বাস্তবমুখী আধ্যাত্মিকতা

ড. ইউসুফ এইচ রহমান

ভাষান্তর : মাহমুদ হোসেন

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৬

প্রকাশক

সজল আহমেদ

কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট

২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

সারাহ হল্ডক্রফট

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৯৫০ টাকা

Love of God: Practical Spirituality in Islam by Yousuf H Rahman Translated by Mahmud Hossain Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: May 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 950 Taka RS: 950 US 50 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-2250-11-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন

www.kobibd.com or www.kanamachhi.com

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

www.rokomari.com/kobipublisher

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

পরম করুণাময়, জ্ঞানদাতা আমার প্রতিপালকের উদ্দেশে

আমি গভীর বিনয় ও অশেষ কৃতজ্ঞতা নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। আপনিই তো সকল ভালোবাসা ও জ্ঞানের একমাত্র উৎস। আপনার অসীম রহমত ছাড়া জ্ঞান অর্জন করা, তার মর্ম উপলব্ধি করা এবং মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার সামর্থ্য আমার কখনোই হতো না। যা কিছু আমি পেয়েছি, তা কেবল আপনারই দান।

আমাকে আপনি এমন এক পরিবার দিয়েছেন, যার প্রতিটি সদস্যের হৃদয় মমতায় ভরপুর। দিয়েছেন সত্যিকারের বন্ধু, যাঁদের আন্তরিক দোয়া ও উৎসাহ আমার পথচলার শক্তি। তাঁদের অমলিন ভালোবাসার মাঝেই যেন আমি আপনারই করুণার ছায়া দেখতে পাই। হে আল্লাহ! তাঁদের ওপর আপনার অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করুন। আপনার দয়ার চাদরে তাঁদের আগলে রাখুন। আমার প্রতি তাঁদের প্রতিটি ভালো কাজের জন্য আপনি তাঁদের সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি যেন আমার প্রতিটি চিন্তা ও লেখনী আপনার ঐশী কিতাব পবিত্র কোরান এবং আপনার প্রিয় রসুল মুহাম্মদ [সা.]-এর সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তবুও আমি জানি, মানুষ হিসেবে আমার এই প্রচেষ্টায় ভুল-ত্রুটি থাকতেই পারে। এই কাজে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে, তবে তা একান্তই আপনার পক্ষ থেকে; আর যদি কোনো ভুল বা অসংগতি থেকে থাকে, তা শুধুই আমার নিজের। বিনম্র চিত্তে আমি আপনার দরবারে ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। হে প্রতিপালক! আপনি আমার এই নগণ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন এবং একে অন্যদের জন্য হেদায়েত ও শান্তির আলোয় পরিণত করুন।

সব প্রশংসা কেবল আপনারই জন্য। হে প্রেমময়, হে করুণাময়।

সূচিপত্র

ভূমিকা **১৩**

শুরুতে কিছু কথা ১৩

বইয়ের কাঠামো এবং প্রস্তাবিত পাঠ-পরিকল্পনা ১৯

অনুবাদকের কথা ২৩

প্রথম অংশ : ইসলামের আধ্যাত্মিক মূলভিত্তি

অধ্যায় ১ : আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা **২৯**

১. যে আল্লাহ বোধের অতীত, তাঁকে কীভাবে ভালোবাসব? ৩০

২. আল্লাহকে যদি ভালোবাসি, তাহলে তিনি যা ভালোবাসেন সেটাও ভালোবাসতে হবে ৩৩

৩. কীভাবে আমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসার মাত্রা পরীক্ষা করব? ৪৪

৪. আল্লাহর পরীক্ষা ও সুযোগের ব্যাপারে সজাগ থাকা ৪৬

৫. আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ৪৮

৬. উপসংহার ৪৯

অধ্যায় ২ : আর-রহমান **৫১**

১. আল্লাহর রহমতের নানা দিক ৫৪

২. হৃদয়ে রহমত ধারণ ৫৬

৩. রসুল [সা.]-এর মমত্ববোধ ৭০

৪. উপসংহার ৭৩

অধ্যায় ৩ : তাকওয়া **৭৭**

১. তাকওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ৭৮

২. তাকওয়া ও ইবাদত ৮৩

৩. তাকওয়া, 'আল-বির্' ও ইমান ৮৪

৪. তাকওয়া ও আখলাক ৮৫

৫. তাকওয়া ও তাফাক্কুর ৮৬

৬. তাকওয়া অর্জনের উপায় ৮৬

৭. মুত্তাকিদের জন্য পুরস্কার ৮৯

৮. উপসংহার ৯০

অধ্যায় ৪ : তাফাক্কুর **৯৩**
১. আল্লাহ তাঁর রসুল [সা.]-কে তাফাক্কুরের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছিলেন ৯৫
২. তাফাক্কুর এবং মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় ৯৭
৩. আল্লাহর সত্তা (ধাত) মানুষের বোধের অতীত, তবে তাঁর গুণাবলি (সিফাত) নিয়ে ভাবা ৯৮
৪. তাফাক্কুরের মধ্যে 'আকল' (বুদ্ধিমত্তা)-এর ব্যবহার ১০১
৫. তাফাক্কুরের মধ্যে মনোজাগতিক গবেষণার ব্যবহার ১০৪
৬. আল্লাহর নিদর্শনগুলো অবহেলা করার সতর্কতা ১০৫
৭. কোরানের ওপর 'তাদাব্বুর' (গভীর চিন্তা ও গবেষণা) ১০৭
৮. তাফাক্কুর কোনো 'মেডিটেশন' বা ধ্যান নয় ১০৮
৯. আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টিনিদর্শন ১১১
১০. তাফাক্কুর : অহংকারের বিপরীতে প্রশান্তি ১১৭
১১. তাফাক্কুরের আধ্যাত্মিক উপকারিতা ১১৮
১২. উপসংহার ১২১

অধ্যায় ৫ : আল-আমাল আস-সালিহ **১২৫**
১. আল-আমাল আস-সালিহ (সৎকর্ম)-এর দুটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান ১২৬
২. আল-আমাল আস-সালিহ-এর জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত (উদ্দেশ্য) অপরিহার্য ১২৮
৩. সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর সর্বোচ্চ প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি ১২৯
৪. আল-আমাল আস-সালিহ, ইবাদত এবং তাকওয়া নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ১৩০
৫. আল-আমাল আস-সালিহ ইমানকে দৃঢ় করে ১৩১
৬. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা *এবং* 'আল-আমাল আস-সালিহ' একটি দ্বিমুখী পথ ১৩২
৭. উপসংহার ১৩৩

অধ্যায় ৬ : ইবাদত **১৩৭**
১. ইবাদত কেবল উপাসনা নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু ১৩৮
২. ইবাদত মানে বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর সেবা করা নয় ১৩৯
৩. কাজের বিধান—আবশ্যিক থেকে নিষিদ্ধ পর্যন্ত ১৪০
৪. সাধারণ দৈনন্দিন কাজও ইবাদত হতে পারে ১৪৬
৫. ইবাদতের 'সিরাত আল-মুস্তাকিম' ১৪৯
৬. ইবাদত হলো এক অদৃশ্য ঘর নির্মাণের মতো ১৫০
৭. সূক্ষ্ম কপটতাও ইবাদতকে নষ্ট করতে পারে ১৫৩
৮. ইবাদতের আপাতবিরোধী দিক ১৫৫
৯. উপসংহার ১৫৭

অধ্যায় ৭ : দোয়া ও আজকার **১৬১**
১. দোয়া ও আজকারের ভিত্তি ১৬২
২. দোয়া করার নিয়ম ১৬৫

৩. দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্ত ১৬৮
৪. নবিদের দোয়া ১৭২
৫. রসুল মুহাম্মদ [সা.]-এর দোয়া ও জিকির ১৭৬
৬. দোয়ার ক্ষেত্রে যা বর্জনীয় ১৭৯
৭. অসুস্থতা থেকে আরোগ্যের জন্য দোয়া ('রুকইয়া') ১৮২
৮. উপসংহার ১৮৫

দ্বিতীয় অংশ : আবশ্যিক উপরিকাঠামো

অধ্যায় ৮ : ইমান **১৯১**
১. ইমানের স্তম্ভসমূহ ১৯২
২. ইমান পরিবর্তনশীল ও বিকাশশীল ১৯৯

অধ্যায় ৯ : নামাজ **২০৩**
১. নামাজের অন্তঃসার এবং এর ইসলামি রূপ ২০৫
২. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ২১১
৩. নামাজের উপকারিতা ও প্রতিদান ২১৬
৪. 'খুশু'—নামাজে মনোযোগ ও বিনয় ২২১
৫. 'আকিমুস সালাহ'—নামাজ প্রতিষ্ঠা করা ২৩৪
৬. নফল নামাজ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি ২৩৫
৭. তাহাজ্জুদ (রাতের শেষ ভাগের) নামাজ ২৩৮
৮. নামাজের তেলাওয়াতসমূহ বোঝার গুরুত্ব ২৪৩
৯. উপসংহার ২৪৫

অধ্যায় ১০ : জাকাত **২৫১**
১. পূর্ববর্তী নবিদের যুগেও জাকাত ফরজ ছিল ২৫৩
২. জাকাত ও সাদাকার উপকারিতা ২৫৩
৩. জাকাত না দেওয়ার পরিণাম ২৫৮
৪. জাকাত ও সাদাকা সম্পর্কিত কোরানের নির্দেশনা ২৫৯
৫. বর্তমান সময়ের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ ২৬১
৬. উপসংহার ২৭০

অধ্যায় ১১ : রোজা **২৭৫**
১. রোজার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ২৭৭
২. রমজান মাসে রোজার গুরুত্ব ২৭৭
৩. রোজার নিয়মাবলি ২৭৮
৪. ঈদুল ফিতর—রোজার সমাপ্তি উদ্‌যাপন ২৮৭
৫. উপসংহার ২৮৯

অধ্যায় ১২ : হজ **২৯১**
১. হজ ও এর আচার-অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক ভিত্তি ২৯৪
২. রসুল মুহাম্মদ [সা.]-এর হজ ২৯৪
৩. হজের পূর্বশর্ত ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ২৯৫
৪. হজের ফরজ কাজসমূহ ২৯৬
৫. হজ পালনের তিনটি পদ্ধতি ৩০৫
৬. 'হজে মাবরুর' (কবুল হজ)-এর ধারণা ৩০৬
৭. উপসংহার ৩০৯

অধ্যায় ১৩ : মুহাম্মদ [সা.] **৩১৩**
১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৩১৪
২. মুহাম্মদ [সা.]-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য ৩১৯
৩. রসুলের [সা.] উপদেশ ছিল সহজসাধ্য ও বাস্তবসম্মত ৩২৩
৪. মুহাম্মদ [সা.]-এর দাওয়াতে আল্লাহর চিরন্তন সত্তা ও মানুষের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ভারসাম্য ছিল ৩২৫
৫. মুহাম্মদ [সা.] ছিলেন এক পরিবারকেন্দ্রিক মানুষ, এবং তাঁর জীবনযাপন ছিল সহজ-সরল ৩২৭
৬. মুহাম্মদ [সা.] ছিলেন পরিপূর্ণ আদর্শ, তবে তিনি ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না ৩২৮
৭. মুহাম্মদ [সা.]-এর প্রতি শ্রদ্ধা ৩২৯
৮. মুহাম্মদ [সা.] তাঁর উম্মাহর (জাতির) জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ৩৩১
৯. রসুলের [সা.] বাণী যা তাঁর মানবিক গুণাবলিকে প্রতিফলিত করে ৩৩৪

তৃতীয় অংশ : বিবিধ বিষয়

অধ্যায় ১৪ : দ্বীনের ব্যাপারে ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি **৩৪১**
১. ইসলামি দ্বীন ইবাদতকে একটি ইতিবাচক পন্থায় উপস্থাপন করে ৩৪২
২. ইতিবাচক ইবাদতের প্রধান মানবীয় গুণাবলি ৩৪৫
৩. উপসংহার ৩৪৮

অধ্যায় ১৫ : আপাত-বৈপরীত্য ও জটিল রহস্য **৩৪৯**
১. বৈধ (যথাযথ) প্রশ্ন করা ৩৫১
২. আকিদা-সংক্রান্ত আপাত-বিপরীতধর্মী বিষয়, জটিলতা ও ভুলভাবে ব্যাখ্যাকৃত প্রশ্ন ৩৫২
৩. উপসংহার ৩৭৪

অধ্যায় ১৬ : ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের ঐতিহাসিক মাইলফলক **৩৭৭**
১. ধর্মতাত্ত্বিক বিভাজনের প্রেক্ষাপট ৩৭৮
২. উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ৩৭৯
৩. উপসংহার ৩৮৮

অধ্যায় ১৭ : নসিহত—শেষ উপদেশমালা ৩৯১

শেষ কিছু উপলব্ধি ৩৯৫

গ্রন্থ মূল্যায়ন ৩৯৬

লেখক পরিচিতি ৩৯৮

অনুবাদক পরিচিতি ৩৯৯

ভূমিকা

শুরুতে কিছু কথা

ইসলামের শাব্দিক অর্থ হলো সমর্পণ, ভালোবাসা ও অকৃত্রিম আনুগত্যের সাথে মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া এবং তাঁর বিধান মেনে চলা। পবিত্র কোরানের শিক্ষা অনুযায়ী, একজন মুমিনের চিন্তা, চেতনা ও কর্মের প্রতিটি স্তরে এই মূলনীতির প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়।

ইসলামকে দেখতে হবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন হিসেবে। এর ভিতর রয়েছে একত্ববাদে বিশ্বাস, ইবাদতের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন, নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা এবং এসব কিছুকে ঘিরে গড়ে ওঠা একটি সুসংহত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো। কোরান ঘোষণা করছে যে, মহান আল্লাহ মানুষের জন্য এই সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাই মনোনীত করেছেন। ইতিহাসের পরিক্রমায় তিনি যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রসুল পাঠিয়েছেন, যাতে সত্য ও ন্যায়ের এই শাশ্বত মূলনীতিগুলো অটুট থাকে। {কোরান ১৬:৩৬}

এই প্রেক্ষাপটে পবিত্র কোরান সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য এক মহাস্মারক। তাই মুহাম্মদ [সা.]-কে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা যথার্থ নয়। কোরান স্পষ্ট বলছে : "মুহাম্মদ [সা.] তো একজন রসুল মাত্র; তাঁর আগে বহু রসুল গত হয়েছেন।" {কোরান ৩:১৪৪} অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি তো তোমাকে (মুহাম্মদ [সা.]) মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।" {কোরান ৩৪:২৮}

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরানকে অভিহিত করেছেন "মানুষের জন্য হেদায়েত (পথনির্দেশ)" হিসেবে। {কোরান ২:১৮৫} তিনি মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন, "আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো।" {কোরান ৪:৫৯} সুতরাং কোরানের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের একমাত্র পথ হলো রসুল মুহাম্মদ [সা.]-এর সুন্নাহ তথা তাঁর জীবনাচরণ ও দেখানো পথ। মুহাম্মদ [সা.]-ই হলেন শেষ নবি {কোরান ৩৩:৪০} এবং ইসলামই হলো মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। {কোরান ৫:৩}

পবিত্র কোরানের শিক্ষা অনুযায়ী, মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর প্রতি নিবিড় ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। এই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ইসলাম অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং নিয়তের একনিষ্ঠতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। বর্তমান বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর নৈতিক আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠানে কিছু মিল থাকলেও, বিশ্বাস ও ইবাদতের ধরনে রয়েছে মৌলিক ভিন্নতা। ইসলাম মূলত তার দৃঢ় একত্ববাদ, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং সহজ ও বাস্তবসম্মত প্রয়োগের জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

সপ্তম শতাব্দীতে আসা ইসলাম হলো মানবতার জন্য প্রেরিত সর্বশেষ প্রধান ধর্ম। এর পবিত্র গ্রন্থ কোরান আজও সেই মূল আরবি ভাষায় সংরক্ষিত আছে, যে ভাষায় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছিল। পাশাপাশি রসুল মুহাম্মদ [সা.]-এর জীবন ও আদর্শ ইতিহাসের পাতায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। কোরানকে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করে রসুল [সা.] মাত্র ২০ বছরের মধ্যে তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি স্তরে এক বিস্ময়কর ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন।

পবিত্র কোরানে অনেক নবি-রসুলের কথা বলা হয়েছে, যারা 'তাওহিদ' বা আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। রসুল মুহাম্মদ [সা.]-ও তাঁর প্রচার শুরু করেছিলেন এই তাওহিদের আহ্বান দিয়েই। ইসলামে এক আল্লাহর ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার : তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি অবিভাজ্য এবং মানুষের কল্পনা বা চিন্তাশক্তির বাইরে। তিনি কোনো প্রাণী বা জড় বস্তুর রূপ ধারণ করেন না, তবে তিনি তাঁর পুরো সৃষ্টিজগৎকে এমনভাবে ঘিরে আছেন যা আমাদের জাগতিক বুদ্ধির অগম্য। তাঁর ভালোবাসা, সৌন্দর্য ও দয়ার মতো গুণগুলো সৃষ্টির মাঝে কেবল নিদর্শন হিসেবেই প্রকাশ পায়, যাতে মানুষ তা নিয়ে 'তাফাক্কুর' বা গভীর চিন্তা-ভাবনা করে এবং সেই গুণাবলি নিজের জীবনে ধারণ করতে পারে।

একটি ধর্মের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো তার অনুসারীদের আত্মিক উৎকর্ষ সাধন এবং তাদের শান্তি, সুখ ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। তাই ধর্মের মূল শিক্ষাগুলো সহজ, পরিষ্কার ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। এর মানে হলো, ইবাদতের নিয়মগুলো যেমন স্পষ্ট হতে হবে, তেমনি তা বাস্তব জীবনে পালনের উপযোগী হওয়াও জরুরি। কোনো ধর্ম তখনই টিকে থাকে, যখন তার বিধানগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সহজেই মিশে যায় এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেরই উন্নতিতে কাজে লাগে। এ প্রসঙ্গে সুনান ইবনে মাজাহ-তে বর্ণিত একটি হাদিসে রসুল [সা.] বলেছেন, "সরলতা ইমানের একটি অংশ।"

কোরানে কোনো রহস্যময় বা খুব জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি; এমনকি এতে রূপক ভাষার ব্যবহারও খুব কম। এর প্রতিটি নির্দেশনা বাস্তব জীবনের নানা পরিস্থিতির সাথে সংগতিপূর্ণ, যা সবাই অনুসরণ করতে পারে। ইসলাম আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সংসার ছেড়ে নির্জনে থাকাকে সমর্থন করে না;

বরং এর মূল আদর্শ হলো ভ্রাতৃত্ব ও সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন। রসুল [সা.] দেখিয়েছেন যে, দুনিয়ার দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করার মধ্যেও গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কোরান আল্লাহর পথে চলাকে পরিবার ও সমাজের একজন সদস্য হিসেবে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করেছে, যাকে বলা হয়েছে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' (সরল পথ, যা আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়)।

ইসলামি জীবনদর্শনে প্রতিটি ইবাদত ও সৎকর্মের গ্রহণযোগ্যতার মূল শর্ত হলো 'নিয়ত' বা অন্তরের সংকল্প। পবিত্র কোরানে অসংখ্য নবি-রসুলের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, যারা মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন এবং পবিত্র হৃদয় নিয়ে মানুষের সেবায় জীবন কাটিয়েছেন। সঠিক ও খাঁটি নিয়ত নিয়ে আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করাই ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূল কথা।

ইসলামে ভণ্ডামি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। একে মন্দ নিয়তের ফল বলেই দেখা হয়। আল্লাহর রহমত ও করুণা পেতে হলে আন্তরিক ইচ্ছা থাকা চাই। ইসলামের এই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মানুষকে দ্বিমুখী আচরণ ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রেখে একনিষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা দেয়। কোরান বলছে, আল্লাহ মানুষকে নিজের নিয়ত ও কর্মপন্থা ঠিক করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। অন্যদিকে, ইবলিস বা শয়তান অভিশপ্ত হয়েছিল কেবল তার দম্ভ ও অহংকারের কারণে; সে স্রষ্টার নির্দেশের চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে বড় করে দেখেছিল। নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝতে না পারার কারণেই সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল।

ইসলামের শিক্ষা হলো, মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সম্পর্ক সরাসরি; এখানে কোনো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। পবিত্র কোরানে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন : "আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন; আর যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, তিনি তার বক্ষকে এমন সংকুচিত করে দেন যেন সে আকাশে আরোহণ করছে (অর্থাৎ তার কাছে ইসলাম মেনে চলা আকাশে আরোহণ করার মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে)।" {কোরান ৬:১২৫} এর মানে হলো, আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে সরাসরি ও ব্যক্তিগতভাবে হেদায়েতের পথ দেখান। এই আয়াতটি আমাদের এটিও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জ্ঞান অন্বেষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। কোরানের মূল বার্তা, যেমন তাওহিদ বা একত্ববাদ, চিরকাল অপরিবর্তিত থাকবে। কোরান যে মূল আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে, তা চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে। তবে এর ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনার পরিধি সময়ের সাথে সাথে আরও বিস্তৃত হতে থাকবে।

মানুষ কোরানের ভেতর থেকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জ্ঞান ও সত্য আবিষ্কার করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, কোরানের প্রথম আয়াত : "সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।" আমরা এই আয়াতকে চিরন্তন হিসেবে বিশ্বাস করি, তবে এর গভীর অর্থ বোঝার চেষ্টা আজও চলছে। মানুষের জ্ঞানের পরিধি যত বাড়ছে, আমরা এই একই আয়াতকে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে

উপলব্ধি করছি। মহাবিশ্বের বিশালতা ও জটিলতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা যত স্পষ্ট হচ্ছে, মহান স্রষ্টার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যও ততটা গভীর হচ্ছে। রাতের নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকালে এখন আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময় ও বিনয় অনুভব করি। এভাবেই কোরান একটি চলমান ও জীবন্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবে আমাদের পথ দেখায়।

অতএব, এমনটি ভাবা ঠিক হবে না যে, অতীতের প্রাজ্ঞ মনীষীদের মতামত বা ব্যাখ্যাই শেষ কথা এবং তা কখনো পরিমার্জন বা উন্নত করা সম্ভব নয়। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, অনেক জটিল বিষয়ে পূর্বসূরিদের দেওয়া ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে আরও শক্তিশালী, যুক্তিগ্রাহ্য ও স্বচ্ছ ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে। মহান আল্লাহ জ্ঞান অন্বেষণের পথ মানুষের জন্য সব সময় খোলা রাখেন। কোরানে বলা হয়েছে : "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেন। আর যাকে হিকমত দেওয়া হয়, তাকে তো প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। আসলে, কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করে থাকে।" {কোরান ২:২৬৯} এর অর্থ হলো, সময়ের সাথে সাথে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বাড়লে আল্লাহ আমাদের নতুন নতুন প্রজ্ঞা দান করেন। তবে মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি : যেকোনো নতুন চিন্তা বা ধারণা যদি ইমানের মূলনীতি, কোরানের নির্দেশ এবং রসুল মুহাম্মদ [সা.]-এর সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে তা অবশ্যই বর্জনীয়।

ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এটি মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এখানে মানুষের দায়বদ্ধতা কেবল নিজের সত্তার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবেশ এবং বিশ্বের প্রতিটি প্রাণস্পন্দন এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম শেখায় কীভাবে পার্থিব জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কোরান মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছে, তারা যেন প্রকৃতির এই ভারসাম্য বিনষ্ট না করে। আর এই ভারসাম্য রক্ষা করা সমাজের প্রতিটি সচেতন মানুষের এক নৈতিক দায়িত্ব।

ইসলাম পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে এমনভাবে একত্রিত করে, যেখানে প্রতিটি দিকে একে অপরের শক্তি বাড়ায়। ইসলামি দর্শন অনুসারে, জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষের 'কালব' বা হৃদয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শুধু 'আকল' বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া সর্বদা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আল্লাহ বলেছেন : "যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ (কোরান) স্পষ্ট নিদর্শন।" {কোরান ২৯:৪৯} এর অর্থ এই নয় যে জ্ঞান অর্জনে বুদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ হলো, আমাদের মস্তিষ্কজাত ধারণাগুলো তখনই সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ হয়, যখন আমরা সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা এবং নিজের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিই। সম্ভবত এই কারণেই কোরান নাজিল হয়েছিল মুহাম্মদ [সা.]-এর কালবে, মস্তিষ্কে নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে হৃদয় ও বুদ্ধি দুটোকেই সমন্বিতভাবে কাজে লাগাতে হয়।